সবুজ জলবায়ু তহবিল আদিবাসী নীতিমালা

(সংক্ষেপিত)

সারসংক্ষেপ

এ নথিটি আদিবাসী নীতিমালা বিষয়ক একটি দলিল, যা সবুজ জলবায়ু তহবিলের বোর্ড কর্তৃক জিসিএফ/বি.১৯/০৫ স্মারকমূলে "GCF Indigenous Peoples Policy" বা "জিসিএফ আদিবাসী নীতিমালা" নামে পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন বিষয়ক লক্ষ্যসমূহ নিয়ে কাজ করার লক্ষে আদিবাসী সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে যাতে আমলে নিতে পারে, সেই প্রক্রিয়ায় জিসিএফকে সহায়তা করার জন্য এই নীতিমালাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতিমালাটি জিসিএফকে আদিবাসীদের উপর তার কাজের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ যথোপযুক্ত উপায়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, প্রশমন ও হ্রাস করতে এবং তার কার্যক্রমের ইতিবাচক ফলাফল আনয়নে সহায়তা করবে। এই নীতিমালাটি আদিবাসীদেরকে জিসিএফ'এর কার্যক্রমের সুফল গ্রহণেও সহায়তা করবে। এই নীতিমালাটি জিসিএফ-এর অন্যান্য নীতিমালা ও কাঠামোগুলোর সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হবে, বিশেষ করে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থা পদ্ধতির সাথে, এবং এটিকে জিসিএফ-এর অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োগ করা হবে।

ভূমিকা

- আদিবাসী জাতিসমূহ সবুজ জলবায়ু তহবিলের এক অনন্য ও স্বতন্ত্র অংশীজন। আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের উপাদানসমূহ বিশেষ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণা দ্বারা সুরক্ষিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও অভিযোজনে আদিবাসীদের অমূল্য ও কষ্টসাধ্য অবদান রয়েছে। তারপরও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যাবলিতে তাদের অধিকার সুরক্ষায় তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কার্যাবলিতে আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি UNFCCC-র Conference of the Parties (COP) দ্বারা স্বীকৃতি। কানকুন চুক্তিতেও (সিদ্ধান্ত- decision 1/CP.16) এই বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্যারিস চুক্তির মূখবন্ধেও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যে কোন কার্যক্রম গ্রহণের সময় আদিবাসী অধিকার বিষয়ক তাদের সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ, উৎসাহিতকরণ

ও বিবেচনার বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্থানীয়, আদিবাসী ও প্রথাগত জ্ঞান ও চর্চাকে শক্তিশালী করার জন্য এবং অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এমনকি মনিটরিং, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং-এর সময় এসব জ্ঞান ব্যবস্থাকে অনুসরণ করার জন্যও সিওপি জিসিএফকে সুপারিশ করেছে।

- আদিবাসী জাতিসমূহ অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক, মূলধারার অন্যান্য জনগোষ্ঠির তুলনায় বিপর্যস্ত জনসমষ্টি। অথনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা ভূমি, টেরিটরি ও প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর তাদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই মর্যাদা উন্নয়ন উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচিগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ ও সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রকেও সীমিত করে দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা প্রকল্পগুলোর সুফল পায় না অথবা প্রকল্পের সুফলগুলো তাদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য নয় এবং এসব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে যথাযথভাবে তাদের মতামত ও সম্মতি নেওয়া হয় না অথচ এসব কার্যক্রম তাদের জীবন ও সমাজে নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

- জিসিএফ পরিচালনার উপাদানসমূহ এবং অন্যান্য নীতিমালাসমূহ যেমন অন্তর্বর্তীকালীন পরিবেশ ও সামাজিক রক্ষাকবচ / environmental and social safeguards (ESS) এবং খসড়া পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা স্টান্ডার্ড/ environmental and social management standard (ESMS)-তে জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়িত কৌশল ও কার্যক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জাতিসমূহের পূর্নাঙ্গ ও কার্যকরভাবে সম্পৃক্তকরণ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

- এই নীতিমালা জিসিএফকে আদিবাসীদের অধিকার, স্বার্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর তার কার্যক্রমের ক্ষতিকারক প্রভাব বিষয়ে ধারণা রাখতে এবং এসব ক্ষতিকারক প্রভাব এড়াতে সহায়তা করে। কোনমতেই যদি তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে যথোপযুক্ত উপায়ে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসকরণে, প্রশমনে এবং/অথবা যথোপযুক্ত ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে সহায়তা করে।

- এই নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব দলিলের নীতিমালা জিসিএফ অনুসরণ করেছে, সেগুলো হলো আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণা (UNDRIP); আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেসন ১৬৯, অথনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য প্রশমন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, বিশ্ব আদিবাসী বিষয়ক সম্মেলনের সিদ্ধান্তপত্র এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ ইত্যাদি।

- এই নীতিমালাটি আদিবাসী সংগঠনসমূহের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সমর্থনের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

নীতিমালার গুরুত্বপূর্ন কিছু পরিভাষা

- **"কালেকটিভ অ্যাটাচমেন্ট"** বলতে প্রজন্মান্তরে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রথাগতভাবে অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকা অথবা প্রথাগতভাবে মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থান, যেমন পবিত্র স্থান ইত্যাদির সাথে সংযোগ থাকাকে বোঝায়।
- **"সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য"** হলো সেসব সম্পদ যা কোন জাতি তার মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রথাসমূহের প্রতিফলন ও প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করে।
- **"অনগ্রসর বা দুঃস্থ"** বলতে তাদেরকে বোঝাবে যারা প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং/অথবা প্রকল্পের সুবিধা ভোগে অন্যদের তুলনায় যাদের সক্ষমতা সীমিত। এ ধরণের ব্যক্তি বা গোষ্ঠি মূলধারার পরামর্শ প্রক্রিয়া হতে বাদ পড়ে অথবা সেসব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নয় এবং এ কারণে তাদের জন্য এসব প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে বিশেষ কিছু সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।
- **"পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা"** বলতে কোন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি, প্রভাব ও সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য স্বীকৃত সংস্থা (accredited entities) দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষাকে বোঝায়, যা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহিত শিল্পসমূহের ভালো দিকগুলোকে অনুসরণ করে, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিকল্পসমূহকে চিহ্নিত করে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির বিষয়-আশয়কে আমলে নেয় এবং যার প্রভাব বা ফলাফল স্বীকৃত সংস্থার জন্য নির্ধারিত জিসিএফ ইএসএস স্টান্ডার্ড ও পূর্বশর্তগুলো যথাযথভাবে পালনের নিশ্চয়তা বিধান করে।
- **"ইএসএস স্টান্ডার্ড"** হলো পরিবেশগত ও সামাজিক রক্ষাকবচ, যা ইংরেজিতে environmental and social safeguards (ESS)। এটি জিসিএফ-এর পরিবেশগত ও সামাজিক রক্ষাকবচ এবং অন্তর্বর্তিকালীন পরিবেশগত ও সামাজিক রক্ষাকবচ উভয়কে বোঝায়। এটি মূলত আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলোর পারফরমেন্স স্টান্ডার্ড, যা বোর্ড কর্তৃক গৃহিত।
- **এফ "ইন্ডিজেনাস পিপলস প্লান (আইপিপি) বা আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য পরিকল্পনা"**বলতে প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করা এবং/অথবা তার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং আদিবাসীদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভার নিশ্চিত করার থেকে রক্ষা করার রূপরেখাকে বোঝায়।
- স্থানীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এই পরিকল্পনা করা যেতে পাওে অথবা এটি সার্বিক কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশও হতে পারে।
- **"অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন"** মানে শারিরীকভাবে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা (স্থানান্তর, বসতভিটা হারানো অথবা বাসস্থান হারানো), অর্থনৈতিকভাবে অবস্থান চ্যুতি (ভূমি হারানো, সম্পদ হারানো অথবা নিজের সম্পদ ব্যবহারের অধিকার হারানো, আয়ের উৎসসহ অন্যান্য জীবিকার উপায় হারানো), অথবা উভয়, যা প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ বা ভূমি ব্যবহার সীমিতকরণের মধ্য দিয়ে।

- **"ভূমি অধিগ্রহণ"** বলতে সকল উপায়ে প্রকল্পের জন্য জমিজমা অধিগ্রহণের বিষয়াদিকে বোঝায়। মালিকানা ক্রয়, সম্পদ গ্রহণ এবং ভূমি ব্যবহারের অধিকার অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

- **"জীবিকা"** বলতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তাদের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু করে, সেগুলোকেই বোঝাবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়- দৈনিক মজুরিভিত্তিক আয়, কৃষিকাজ, মাছ ধরা, শিকার, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণকেন্দ্রিক জীবিকা, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং পণ্যবিনিময় ইত্যাদি।

- **"অর্থবহ পরামর্শ"** বলতে দুই ধরণের প্রক্রিয়াকে বোঝাবে, সেগুলো হলো: (১) প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক অভিমত সংগ্রহের জন্য এবং প্রকল্পের কাঠামো সম্পর্কে জানানোর জন্য এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।

(২) অংশীজনদেরকে প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদানে উৎসাহিত করা বিশেষ করে প্রকল্পের কাঠামো সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে এবং প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব যাচাই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে। (৩) এই পরামর্শ গ্রহণের প্রক্রিয়াকে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে, বিশেষ করে যদি ঝুঁকি ও খারাপ প্রভাব দেখা দেয়। (৪) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাসঙ্গিক,স্বচ্ছ, অর্থবহ ও সহজলভ্য উপায়ে, অংশীজনদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, তাদের কাছে সহজে বোধগম্য হয় এমন ভাষায় অর্থবহ পরামর্শ প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার জন্য তথ্য প্রকাশ করা। (৫) অংশীজনদের পরামর্শকে আমলে নেওয়া এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ, (৬) প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত পক্ষগুলোর সক্রিয় ও অন্তর্ভূক্তমূলক সম্পৃক্ততাকে সমর্থন করে, (৭) বাইরের কারোর একাধিপত্য, হস্তক্ষেপ, বলপ্রয়োগ, বৈষম্য ও ভয়ভীতি প্রদর্শন থেকে মুক্ত, (৮) সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত ও সংশ্লিষ্টদের নিকট উন্মুক্ত।

১. *নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য*

এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো জিসিএফ-এর কার্যক্রম যাতে আদিবাসী জাতিসমূহের যথাযথ মর্যাদা দান করে এবং তাদের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে সে জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন করা, যাতে তারা (১) জিসিএফ-এর কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্য উপায়ে সুবিধা লাভ করে, এবং (২) জিসিএফ অর্থায়িত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের কাঠামো ও বাস্তবায়নের ফলে ঝুঁকি ও ক্ষতিকারক প্রভাবের স্বীকার না হয়।

এই নীতি জিসিএফকে তার কার্যক্রমের ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে সহায়কা করবে।

২. নীতিমালাটি যাদের জন্য প্রযোজ্য

- এই নীতিমালাটি জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়িত সকল কার্যক্রম এবং সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য। জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়িত কর্মসূচি, প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প (সাব-প্রজেক্ট) এই কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভূক্ত; অর্থায়নের প্রক্রিয়া হয়তো ভিন্নতর হতে পারে এবং সেগুলো অনুদান, রেয়াতি ঋণ, জামানত এবং সমমূলধন (ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট) যে কোন ধরণের হতে পারে।

- এই নীতিমালাটি আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য প্রযোজ্য, নিজ নিজ দেশে তারা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন।

- সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র জাতিসমূহকে বোঝানোর জন্য এই নীতিমালায় 'ইন্ডিজেনাস পিপলস' শব্দগুচ্ছ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

- কিছু কিছু দেশে তারা ইন্ডিজেনাস পিপলস হিসেবে চিহ্নিত। অনেক দেশে ইন্ডিজেনাস পিপলস এন্ড লোকাল কমিউনিটিস, কোথাও ইন্ডিজেনাস এথনিক মাইনরিটিস, কোথাও এথনিক গ্রুপস, কোথাও হিল ট্রাইবস, কোথাও ট্রাইবেল গ্রুপস.. ইত্যাদি নামে তারা পরিচিত। যে কোন পরিভাষাতেই তারা নিজ নিজ দেশে চিহ্নিত হোক না কেন, এই নীতিমালার শর্তসমূহ সেসব জাতিসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

- আদিবাসী জাতিসমূহ ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে যে কোনভাবেই প্রভাবিত হোক না কেন, এবং তাদের উপর প্রকল্পসমূহের প্রভাব গুরুতর হোক বা না হোক এই নীতিমালা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

- কোন দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব আইনগত স্বীকৃত না হলেও অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক তাদেরকে আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা না হলেও তাদের জন্য এই নীতিমালা সমান প্রযোজ্য হবে এবং এর কারণে তার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে না।

৩. পরিচালন নীতিমালা (গাইডিং প্রিন্সিপলস)

- স্বাধীন ও পূর্ব অবহিতপূর্বক সম্মতি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। জিসিএফ-কে কার্যকর পরামর্শ সভার প্রমাণসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমের ফলে আদিবাসীদের ভূমি ও বসত বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকলে সেগুলোর ব্যাপারে যথাযথভাবে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের সম্মতি থাকতে হবে।

- আদিবাসীদের ভূমি, এলাকা ও সম্পদের উপর অধিকারের বিষয়গুলিকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং সেগুলিকে সুসংহত করতে হবে। জিসিএফ-এর সকল কার্যক্রম যাতে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, প্রথাগত জ্ঞান, সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা, পেশা ও জীবিকা, প্রথাগত প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ভূমি, এলাকা ও সম্পদের উপর তাদের অধিকারের বিষয়টি যথাযথ শ্রদ্ধা পোষন করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেগুলিকে সুসংহত করতে হবে।

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও নীতিগুলিকে মেনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। জিসিএফ-এর সকল কার্যক্রমকে অবশ্যই জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণা এবং সেগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলন ১৬৯, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, এবং সকল প্রকারের বর্ণ বৈষম্য বিলুপ্তকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ ইত্যাদিসহ আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কাঠামোসমূহের নীতিগুলিকে অনুসরণ করতে হবে।

- প্রথাগত জ্ঞান ও জীবিকা পদ্ধতিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং স্বীকৃতি দান। জিসিএফ আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তাদের প্রথাগত জ্ঞান, আদিবাসী মালিকানা পদ্ধতি, জ্ঞান হস্তান্তর পদ্ধতি ইত্যাদিকে স্বীকার করে, সম্মান প্রদর্শন করে এবং মূল্যায়ণ করে এবং প্রথাগত জ্ঞান ব্যবহারকারীদের জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দানে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষন করবে।

- জিসিএফ-এর অভ্যন্তরে আদিবাসী ইস্যুতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা। জিসিএফ তার পরামর্শমূলক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যাতে তারা আদিবাসীদের ইস্যু ও অধিকারের বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে বুঝতে পারেন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। বোর্ড-এর সদস্যবৃন্দ, সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কর্মীদেরকে এই সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কাজের আওতায় আনা হবে।

- আদিবাসীদেরকে জিসিএফ-এর সম্পদসমূহ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। জিসিএফ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও স্বীকৃত কর্তৃপক্ষগুলোকে আদিবাসীদেরকে তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত ও সম্পৃক্ত করার জন্য উৎসাহিত করবে। জিসিএফ আদিবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও অভিযোজনের উদ্যোগ ও কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার জন্য তাদের চাহিদা ও অগ্রাধিকারগুলোকে যথাযথভাবে আমলে নেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

- আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এবং তাদের স্বায়ত্বশাসন বা স্বশাসনের বিষয়গুলিকে জিসিএফ যথাযথভাবে সম্মান করবে।

৪. দায়িত্ব ও ভূমিকা

জিসিএফ-এর দায়িত্ব ও ভূমিকা

- জিসিএফ-এর দায়িত্ব ও ভূমিকা হলো নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশনা প্রণয়ন করা।

- নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য লব্দ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিষয়ক ভালো উদাহরণগুলোর তথ্যসংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও প্রচার করা।

- নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য স্বীকৃত সংস্থাসমূহের (এক্রেডিটেশন এন্টিটি) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

- প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকালে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা।

- তথ্য অবমুক্তকরণ, অংশীদার সম্পৃক্তকরণ, অসন্তোষ বা অভিযোগ নিরসন করা।
- জিসিএফ তার স্বীকৃত সংস্থাগুলোকে আদিবাসী বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি ইত্যাদি মেনে চলার জন্য তদারকি করবে।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠির উপদেষ্টা গ্রুপকে তাদের কাজে সহায়তা করবে এবং তাদের সুপারিশগুলোকে বোর্ড, স্বীকৃত সংস্থা, রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠন ও ব্যক্তির নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করবে।

৫. স্বীকৃত সংস্থা (accredited entities)-এর দায়িত্ব ও ভূমিকা

জিসিএফ-এর অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে-

- জিসিএফ-এর কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বীকৃত সংস্থাসমূহ স্বাধীন ও পূর্ব অবহিতকরণপূর্বক সম্মতি (FPIC) অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- জিসিএফ-এর কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য একটা কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরন করবে।
- জিসিএফ-এর প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেজন্য যথাযথ ও নিবিড়ভাবে সহায়তা করা।
- জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রম ও সাব-প্রজেক্টসমূহ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য অবমুক্ত করা।
- জিসিএফ-এর কার্যক্রমের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির অভিযোগগুলোর বিপরীতে স্বাধীন অভিযোগ নিস্পত্তি পদ্ধতি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে বোর্ডের গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহকে সম্মান করা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

জিসিএফ-এর অর্থায়িত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে-

- স্বাধীন ও পূর্ব অবহিতকরণপূর্বক সম্মতি (FPIC) অনুসরণ নিশ্চিত করা, আইপিপি ও আইপিপিএফ বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও প্রয়োজন অনুসারে কাজের অব্যাহত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

- এই নীতিমালা, আইপিপি ও আইপিপিএফ অনুসারে জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং করা এবং জিসিএফ ও অন্যান্য অংশীদারদের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করা।
- স্বাধীন ও পূর্ব অবহিতকরণপূর্বক সম্মতি (FPIC) অনুসরণ, অর্থবহ পরামর্শ, তথ্য অবমুক্তকরণ অংশীদার সম্পৃক্তকরণ এবং অভিযোগ নিস্পত্তিকরণের বিষয়গুলোকে প্রকল্পের বিভিন্ন টেন্ডার ও চুক্তিতে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করাসহ এই নীতিমালা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জিসিএফ-এর অর্থায়নে কার্যক্রম যেখানে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই দেশের সকল প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, স্টান্ডার্ডসমূহ মেনে চলার জন্য স্বীকৃত সংস্থাসমূহ দায়বদ্ধ।

- জিসিএফ-এর কার্যক্রমের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির পরামর্শ যথাযথভাবে গ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে তারা তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে সক্ষম হয় এবং সে আলোকে স্বীকৃত সংস্থাসমূহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৬. আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য পরিকল্পনা (আইপিপি)

আদিবাসী পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে-

- স্বাধীন ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিত্তি তথ্য (বেইসলাইন ইনফরমেশন)
- প্রভাব, ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ
- নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণের জন্য পদক্ষেপ
- ইতিবাচক প্রভাব ও সম্ভাবনাকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ
- সমাজভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- পরামর্শ সভাসমূহের ফলাফল (বিশেষ করে ঝুঁকি ও প্রভাব যাচাই প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফল)
- জেন্ডার এসেসমন্টে এন্ড একশন প্লান
- সুফল বন্টন পরিকল্পনা
- অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি
- বাজেট, সময় নির্ণয়, সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং
- মনিটরিং, মূল্যায়ণ ও প্রতিবেদন

৭. আদিবাসীদের সুবিধার জন্য প্রণীত কার্যক্রম

- জিসিএফ-এর কোন কার্যক্রমের সুবিধাভোগি কেবল আদিবাসী হলে কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সুবিধার ন্যায্য বন্টন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত সংস্থাসমূহ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে তাদের কার্যক্রমে আদিবাসীদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তাদের মালিকানা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- কোন প্রকল্পের কার্যক্রম একান্তভাবে আদিবাসীদের জন্য গৃহিত হলে অথবা সেই প্রকল্পে তারা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে আইপিপি'র উপাদানগুলো সার্বিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এ ক্ষেত্রে আলাদা করে আইপিপি অথবা আইপিপিএফ প্রণয়ন করতে হবে না।

৮. আদিবাসীসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠির সুবিধাকে লক্ষ্য করে প্রণীত কার্যক্রম

- জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমের সুবিধাভোগি কেবল আদিবাসী না হলে স্বীকৃত সংস্থাসমূহ তাদের কার্যক্রমে আদিবাসীদেরকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করবে, যাতে তারা প্রকল্পের ন্যায্য সুবিধা পায়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নকালে তাদের সাথে অর্থবহ পরামর্শের ব্যবস্থা করতে হবে।

- নিবন্ধিত সংস্থাসমূহকে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য পৃথক পরিকল্পনা (আইপিপি) প্রণয়ন করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যেখানে ভূক্তভোগী আদিবাসীদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে।

৯. ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা

- স্বীকৃত সংস্থা ভূক্তভোগী আদিবাসীদের উপর জিসিএফ প্রকল্প কার্যক্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে এড়িয়ে চলবে।
- কোনভাবেই ক্ষতি এড়ানো সম্ভব না হলে নিবন্ধিতত সংস্থা ভূক্তভোগী আদিবাসীদের উপর জিসিএফ প্রকল্প কার্যক্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য উপায়ে হ্রাস করবে ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
- ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মধ্যেকার নারী, যুব, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নির্ধারণ করবে।

১০. মৌলিক শর্তাবলি:

- আদিবাসীদের এলাকায় জিসিএফ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অথবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে তাদেরকে অবহিত করতে হবে ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝুঁকি ও প্রভাব নির্ণয় করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ও ভূক্তভোগী আদিবাসীদের অর্থবহ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে।
- ভূক্তভোগী আদিবাসীদের সাথে সমন্বয় করে স্বীকৃত সংস্থা প্রস্তাবিত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিকভাবে সামঞ্জস্য ও সময়সীমাসহ পরিকল্পনা করা হবে।
- যেখানে আদিবাসীদের উপর সম্ভাব্য প্রভাব অনুমান করা হবে, সেখানে আদিবাসীদের সাথে মিলে স্বীকৃত সংস্থা একটি আইপিপি বা আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কোন প্রকল্পের কার্যক্রম ও স্থান সুনির্দিষ্ট না থাকলে আইপিপিএফ বা আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।

১১. বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন কাঠামো

- এই নীতিমালাটি জিসিএফ-এর বর্তমান নীতিমালা ও কার্যপ্রক্রিয়াকে সমর্থন করে, বিশেষ করে জিসিএফ-এর ইএসএস স্টান্ডার্ড প্রয়োগসহ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো।

জিসিএফ, এর সচিবালায়, রাষ্ট্র, স্বীকৃত সংস্থাসমূহ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও স্বাধীন জবাবদিহি ইউনিট-এর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আমলে নিয়ে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে।

- এই নীতিমারা জিসিএফ-এর আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ইএসএস স্টান্ডার্ড ও এর শর্তাবলি, জিসিএফ জেন্ডার নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা এবং জিসিএফ-এর অন্যান্য নীতিমালার সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
- আদিবাসী সংক্রান্ত জিসিএফ-এর অন্যান্য নীতিমালার সাথে এই নীতিমালার কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে, এটি বিশেষ নীতিমালা বিধায় এই নীতিমালাটিই বজায় থাকবে।
- এই নীতিমালা প্রণীত হওয়ার পূর্বে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রম যাতে এই নীতিমালার শর্তাবলি মেনে বাস্তবায়িত হয়, তা স্বীকৃত সংস্থাসমূহ নিশ্চিত করবে।
- বোর্ড এই নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকি করবে এবং প্রতি পাঁচ বছর পর পর তা পর্যালোচনা করবে।
- সচিবালয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করবে। এটি সম্পন্ন করার জন্য বেইসলাই ডাটা সংগ্রহ করা হবে- (১) আদিবাসীদের চাহিদা পূরণে জিসিএফ অধিকতর ভাল উপায়ে কিভাবে সারা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা, (২) অভিযোজন ও প্রশমনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবর্তনের কারণসমূহ চিহ্নিত করা, (৩) যেসব সুনির্দিষ্ট ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী উপাদানসমূহকে জিসিএফ নীতিমালা ও জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হবে, সেগুলোকে চিহ্নিত ও তৈরি করা, (৪) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নির্ধারণ করা, (৫) আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ফলাফল (আউটপুট, আউটকাম) ও প্রভাব সূচক বাছাই করা, এবং (৬) জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমে আদিবাসীদের কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠা করা।

১২. অংশীজন সম্পৃক্তকরণ

জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রম অথবা প্রস্তাবিত কার্যক্রমে জনগণের সাথে অর্থবহ পরামর্শ নিশ্চিত করার জন্য স্বীকৃত সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে জিসিএফ সহায়তা করার ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১৩. জবাবদিহিতা

সচিবালয় এই নীতিমালার ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধ, এবং জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমগুলো এই নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এই নীতিমালার প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ নিশ্চিত করবে।

১৪. দেশের মালিকানা ও সম্পৃক্ততা

জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি ও আইনসমূহকে বিবেচনায় নিতে হবে।

১৫. REDD-plus কার্যক্রম

REDD-plus কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য জিসিএফ অর্থায়িত কার্যক্রমের সকল স্তরে এই নীতিমালাকে প্রয়োগ করা হবে।

১৬. সক্ষমতা

জিসিএফ-এর কার্যক্রমে আদিবাসীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ করর জন্য যা যা দক্ষতা করা দরকার, তার জন্য তাদের বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জিসিএফ সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৭. অর্থায়ন

অর্থায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকারগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত প্রস্তাবনাসমূহ জিসিএফ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।

১৮. জ্ঞান ব্যবস্থার বিকাশ ও যোগাযোগ

- জিসিএফ এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থার বিকাশ সাধন এবং এ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্যান্য সংস্থাসমূহের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাগুলোর ব্যবহারেও জিসিএফ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জ্ঞান ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে।
- আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণ, এই নীতিমালা এবং এর পরিচালনা নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়াদিতে জিসিএফ-এর প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রচার করা হবে। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জিসিএফ-এর প্রতিশ্রুতি ও কার্যক্রমসমূহ প্রচার না করে, এসব বিষয়ে অংশীজন ও সহযোগি সংস্থাসমূহের কাছ থেকে ও এই নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করা হবে এবং জনগণকে জানাতে হবে।

১৯. নীতিমালা কার্যকারিতার তারিখ

- যেদিন থেকে এই নীতিমালা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে, সেদিন থেকেই কার্যকর হয়েছে।
- আদিবাসী জনগণ, ভূক্তভোগী জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটি স্বাধীন মূল্যায়ন ইউনিট এই নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করবে।
- এই নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে জিসিএফ-এর কার্যকারিতা যাচাইয়ের এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছর পর এই নীতিমালাকে মূল্যায়ন করা হবে।